ঈমানের উপকারিতা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

ঈমানের উপকারিতা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

ঈমানের উপকারিতা

প্রথম সংস্করণ। এপ্রিল 15, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোট

ভূমিকা

ঈমানের উপকারিতা

মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা

মহান আল্লাহর অনুমোদন

মহান আল্লাহর সুরক্ষা

অসুবিধা থেকে অব্যাহতি

একটি ভাল জীবন

তৃপ্তি

মন ও শরীরের শান্তি

নেক আমলের গ্রহণযোগ্যতা

সঠিক নির্দেশনা

ধৈর্যকে উৎসাহিত করে

পদমর্যাদা বৃদ্ধি

শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য

কোন ভয় বা দুঃখ নেই

উপদেশ থেকে উপকৃত হওয়া

মহান আল্লাহর নিদর্শন থেকে উপকৃত হওয়া

সন্দেহ দূর হয়

আন্তরিক অনুতাপকে উৎসাহিত করে

বড় পাপের উপর অবিচলতা প্রতিরোধ করে

মানুষের সাথে সুসম্পর্ককে উৎসাহিত করে

জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা

জান্নাত লাভ করা

ঈমান হল প্রকৃত মুমিনের আশ্রয়

উপসংহার

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি ইসলামে সত্যিকারের বিশ্বাস রাখার কিছু পার্থিব ও পরকালের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করে, অর্থ, বিশ্বাস যা কর্ম দ্বারা সমর্থিত। প্রকৃতপক্ষে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যাণ এবং সমস্ত মন্দ থেকে বিরত থাকাই ইসলামে প্রকৃত বিশ্বাসের ফলাফল। সত্যিকারের বিশ্বাসের উপকারিতা বোঝা একজন মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে উৎসাহিত করবে যা নিঃসন্দেহে মহৎ চরিত্রের দিকে নিয়ে যায়।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

ঈমানের উপকারিতা

মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি প্রকৃত ঈমানদারদের বন্ধু। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 257:

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের মিত্র..."

মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে হেফাজত করেন এবং সংরক্ষণ করেন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাদের যত্ন নেন। তিনি শয়তানের চক্রান্ত এবং ফাঁদ থেকে আজ্ঞাবহদের রক্ষা করেন।

একজন মুসলিমের উচিত এই ঐশ্বরিক নামের উপর কাজ করা উচিৎ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া উপায়গুলো ব্যবহার করে, কিন্তু সর্বদা তার ঐশ্বরিক যত্ন এবং পছন্দের উপর আস্থা রাখুন যে কোন পরিস্থিতিতে এবং ফলাফলের মুখোমুখি হয় যদিও তারা কিছু পছন্দের পিছনে প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। এটি ধৈর্য এবং এমনকি মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে সন্তুষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

একজন মুসলিমের এটাও বোঝা উচিত যে, তারা শুধুমাত্র অভিভাবক অর্থাৎ মহান আল্লাহ কর্তৃক বিভ্রান্তি ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। এটি অহংকারের যেকোনো লক্ষণকে দূর করে এবং নিশ্চিত করে যে তারা তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সুরক্ষা খোঁজে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আস্থা যেমন তাদের আশীর্বাদ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে রক্ষা করে। তাদের উচিত তাদের কাজ ও কথাবার্তাকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে আরও আশীর্বাদ পাবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে একজন মুসলিম কেবল তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে। এবং তারা স্বেচ্ছায় সৎ কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে।

এই বর্ণনা মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথম দলটি আল্লাহর নিকট তাদের ফরয দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়, যেমন ফরয নামায, এবং মানুষের প্রতি সম্মান, যেমন ফরয সদকা ইত্যাদি। মহান আল্লাহর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে এর সারমর্ম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেনীর যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা প্রথম দল থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের বাধ্যবাধকতাই পালন করে না বরং স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজে প্রচেষ্টা চালায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এটাই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি এটি ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে সে এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেষ্টা না করে সাধুত্ব লাভের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি এই দাবি করে সে কেবল মিথ্যাবাদী। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিশ্চিত করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর যখন পবিত্র হয় তখন দেহের বাকি অংশও পবিত্র হয়। এটি সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং একজন ব্যক্তি যদি সৎ কাজ যেমন তার ফরয কর্তব্য পালন না করে, তাহলে তার শরীর অপবিত্র যার অর্থ তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ও অপবিত্র। এই ব্যক্তি কখনই মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা যায়। যে কেউ তার ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে স্বেচ্ছামূলক সৎকাজ সম্পাদন করতে বেছে নেয় তাকে শয়তান বোকা বানিয়েছে কারণ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও কর্ম ব্যতীত কোন পথই মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হবে না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ধার্মিক মুসলমান যারা দ্বিতীয় উচ্চ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারাও যারা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে। এই মনোভাব তাদের স্বেচ্ছাসেবী ধার্মিক কাজ সম্পাদনের উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করে । এই দলটিই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, ঘৃণা, দান এবং বন্ধ করে তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

এই হাদিসটি উপসংহারে বলতে গেলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর নির্দেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ এবং উভয় জগতের সফলতার একমাত্র পথ।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, দুর্বল বিশ্বাসীর চেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাসী মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

এটি অগত্যা শারীরিক শক্তিকে বোঝায় না যা একজন সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে। তবে এটি জ্ঞান এবং তার উপর আমলকেও নির্দেশ করে। যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে তখন এটি বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যায়। দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে তার জ্ঞান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে এবং দুর্বল মুমিনের মত অন্ধ অনুকরণ করবে না। একটি দুর্বল বিশ্বাসী শোনার উপর ভিত্তি করে কিছু বিশ্বাস করে যেমন তাদের বলা হয় যে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির ভিতরে রয়েছে যেখানে শক্তিশালী বিশ্বাসী বিশ্বাস করে এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কাজ করে উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা একটি জানালা দিয়ে তাদের বাড়ির ভিতরে ব্যক্তিটিকে দেখে। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে,

আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের আনুগত্য তত বেশি হবে, তাঁর আদেশ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর ফলে উভয় জগতে তাদের সাফল্য বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

মহান আল্লাহর অনুমোদন

অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 72:

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন... আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি অনেক বেশি..."

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিম কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন লাভ করবে, যখন তারা তাদের জীবনের ব্যাপারে তাঁর পছন্দকে আন্তরিকভাবে অনুমোদন করবে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে তাঁর আনুগত্য করবে।

সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি অবস্থাই একজন মুমিনের জন্য বরকতময়। একমাত্র শর্ত এই যে, মহান আল্লাহর আনুগত্য করার সময় তাদের প্রতিটি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দিতে হবে, বিশেষত, অসুবিধায় ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা।

জীবনের দুটি দিক আছে। একটি দিক হল লোকেরা যে পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায় সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার সময়। একজন ব্যক্তি কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের বাইরে। মহান আল্লাহ এই সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন এবং তাদের রেহাই নেই। অতএব, একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতিগুলির উপর চাপ দেওয়া অর্থপূর্ণ নয় কারণ সেগুলি নির্ধারিত এবং তাই অনিবার্য। অন্য দিকটি হল প্রতিটি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া । এটি প্রতিটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং এটিই তাদের বিচার করা হয় উদাহরণস্বরূপ, একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বা অধৈর্য দেখানো। অতএব, একজন মুসলিমকে এমন পরিস্থিতিতে থাকার জন্য চাপ না দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে কারণ এটি অনিবার্য। যদি একজন মুসলিম উভয় জগতে সফল হতে চায় তবে তাদের উচিত প্রতিটি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা এবং সর্বদা মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের অবশ্যই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে হবে যা মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এবং কঠিন সময়ে তাদের অবশ্যই ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে জেনে শুনে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো যা বেছে নেন, যদিও তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞা বুঝতে না পারেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

মহান আল্লাহর সুরক্ষা

অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 38:

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন..."

সহীহ বুখারী, ৬৫০২ নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদীসে মহান আল্লাহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করেছেন। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন যে তার কোনো সৎ বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে।

এটি ঘটে কারণ যে একজন ব্যক্তির বন্ধুর সাথে শত্রুতা দেখায় সে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ব্যক্তির সাথে শত্রুতা দেখাচ্ছে। এটি পরোক্ষভাবে মুসলমানদের সতর্ক করে যে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতা বা অপছন্দ প্রদর্শন করবে না কারণ এটি শয়তানের মতো মহান আল্লাহর শত্রুদের মনোভাব। অধ্যায় 60 আল মুমতাহানাহ, আয়াত 1:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না..."

এটা লক্ষ করা জরুরী যে, যে কোন প্রকারের অবাধ্যতা মহান আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার অবাধ্যতা পরিহার করা যার মধ্যে যারা তাঁর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তাদের অপছন্দ করা কারণ এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানায়। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি কখনই তার সাহাবীদেরকে অপমান করবেন না, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের অপমান করা অপমানের সমান। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং যে কেউ তাকে কষ্ট দেয় সে মহান আল্লাহকে অপমান করেছে। এবং এই পাপী ব্যক্তি শীঘ্রই শাস্তি পাবে যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন মহান আল্লাহ তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বরকত দেন যাতে তারা সেগুলিকে তাঁর আনুগত্যে ব্যবহার করে। এই নেক বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলিম কাজ করে,

যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে যখন তারা কথা বলে তারা মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা এখনও থাকে তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে।

অসুবিধা থেকে অব্যাহতি

মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেভাবে তিনি হযরত ইউনূস (আঃ)-কে তিমি গিলে ফেলার পর উদ্ধার করেছিলেন। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 87-88:

"... এবং তিনি অন্ধকারের মধ্যে ডেকে বললেন, "তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তুমি মহিমান্বিত। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর আমি তাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদের রক্ষা করি।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 3505 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করেছেন যে, মহান আল্লাহ যে কোনো মুমিনকে সাড়া দেবেন এবং উদ্ধার করবেন যে ব্যক্তি পবিত্র প্রার্থনা করবে। হযরত ইউনুস আ.

নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল অসুবিধা ও সাফল্যের মাধ্যমে সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা তাদের ঈমানের অর্থ বাস্তবায়িত করে, তারা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং নিয়তির সম্মুখীন হয়। ধৈর্য অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝার গুরুত্বের উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি অসুবিধা সহজে অনুসরণ করা হবে। এই বাস্তবতাটি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 7:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ স্বস্তি] আনবেন।"

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া একজনকে অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি বেআইনি জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন বেআইনি বিধান। কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে সহজে প্রতিস্থাপিত হবে, তিনি ধৈর্য সহকারে ইসলামের শিক্ষার উপর আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে মহাকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 76:

"আর [উল্লেখ করুন] নূহ, যখন তিনি [আল্লাহর কাছে] ডাকেন [সেই সময়ের আগে], অতঃপর আমরা তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারকে মহা বিপদ [অর্থাৎ বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 69:

“আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।

মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একটি বড় আগুনের আকারে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটিকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন।

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেকগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে কঠিন মুহূর্তগুলি অবশেষে তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অনুসরণ করবে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যে অগণিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের সহজতা দান করেছেন। মহান আল্লাহ যদি তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত বড় অসুবিধা থেকে রক্ষা করেন তবে তিনি ছোট ছোট অসুবিধার সম্মুখীন আনুগত্যশীল মুসলমানদেরও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

একটি ভাল জীবন

মুসলমানদের জন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা জরুরী, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আচরণকারীর জন্য উভয় জগতে সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এইভাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই উত্তম জীবন একজন মুসলিমকে কঠিন শোক, বিষণ্নতা এবং অন্যান্য চরম মেজাজ এবং মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করবে যা একজন ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে। যদিও, মুসলমানরা এমন সমস্যার সম্মুখীন হবে যা তাদের দুঃখ দেবে কিন্তু তারা যদি মহান আল্লাহকে মান্য করে, তবে এই দুঃখ কখনই চরম আকার ধারণ করবে না এবং দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে তাদের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করবে। এর কারণ হল একজন মুসলিম যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করেন, তার কাছে হাল ছেড়ে না দিয়ে এবং হতাশা এমনকি আত্মহত্যার দিকে না গিয়ে তাদের অসুবিধার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার একটি চমৎকার কারণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা অগণিত পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করে যা রোগীকে দেওয়া হবে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

অথচ যে মুসলিম মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করে না এবং শুধুমাত্র জিহ্বা দিয়ে মুসলিম হওয়ার উপাধি দাবি করে, তাকে এই মনোভাব ও সুন্দর জীবন দেওয়া হবে না। এবং যখনই তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের চরম মেজাজ এবং মানসিক ব্যাধিতে নিয়ে যায় যা তাদের সমগ্র জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

তৃপ্তি

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে

এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয় , নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

মন ও শরীরের শান্তি

এই পৃথিবীতে মানসিক শান্তি অর্জন করা তাদের ধর্ম বা সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একটি সর্বজনীন লক্ষ্য এবং লক্ষ্য। মানুষ কেন এই জড় জগতে সংগ্রাম করে, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে এবং তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা এই জগতের জন্য উৎসর্গ করে তার এটাই চূড়ান্ত কারণ। লোকেরা এমন একটি জীবন পেতে চায় যেখানে তাদের আর্থিক অসুবিধার মতো কোনও চাপ বা উদ্বেগ নেই। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে মানুষ, বিশেষ করে মুসলিমরা কীভাবে ভুল জায়গায় মনের শান্তি খোঁজে। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি যে এখনও ফুটবল খেলা দেখতে চায়, সে ক্রিকেট ম্যাচে যায়। মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে প্রকৃত মানসিক প্রশান্তি কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়।"

যখনই কোনো ব্যক্তি বস্তুজগতে মানসিক শান্তি খোঁজে, তখনই তা তাদের লক্ষ্য থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে। যখনই একজন ব্যক্তি এই জড় জগতের জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে তখনই সেই লক্ষ্যটি কেবল আরও লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। এটি চলতে থাকে যতক্ষণ না ব্যক্তিটি তারা যা খুঁজছিল তা না পেয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এটা স্পষ্ট যে ধনীরা সত্যিকারের মানসিক শান্তি পায় না কারণ তারা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশি চাপ দেয় এবং তারা বিশ্বের যা কিছু পায় তা তাদের জন্য বোঝা হয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করবে,

সে ধনী হৃদয়ে ধন্য হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা দান করবেন। তাদের বিষয়ের অর্থ সংগঠিত করুন, তারা মানসিক শান্তি পাবেন। কিন্তু যিনি জড় জগতের দিকে মনোনিবেশ করেন, তিনি কেবল তাদের দারিদ্র্য দেখতে পাবেন এবং তাদের বিষয়গুলি বিক্ষিপ্ত অর্থে পরিণত হবে, তারা মনের শান্তি অর্জন করতে পারবে না। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, সে দুনিয়ার সামান্য কিছু হলেও মানসিক শান্তি পাবে। কিন্তু যে জড় জগতে হারিয়ে গেছে সে এক জাগতিক দরজা থেকে অন্য দরজায় যাবে কিন্তু প্রকৃত শান্তি পাবে না কারণ সেখানে স্থান পায়নি। যদি একজন ব্যক্তি ফুটবল খেলা দেখতে চায় তবে তার ক্রিকেট খেলায় যাওয়া উচিত নয় এবং যদি একজন মুসলমান মনের শান্তি চায় তবে তার এটিকে বস্তুজগতে অনুসন্ধান করা উচিত নয় কারণ এটি কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলে তারা সারা জীবন সমস্যার সম্মুখীন হবে কারণ এটি নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের ভয় ও দুঃখ দূর করবেন যাতে তারা ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকে। সঠিক পথ। এটি সেই ব্যক্তির অনুরূপ যিনি শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে সামান্য অস্বস্তি অনুভব করেন কারণ তাদের চেতনানাশক করা হয়েছে।

নেক আমলের গ্রহণযোগ্যতা

সৎ কাজ শুধুমাত্র উভয় জগতেই পুরস্কৃত হয় যখন কেউ তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে যাতে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 94:

"সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় সৎ কাজ করে - তার প্রচেষ্টার জন্য কোন অস্বীকার করা হবে না..."

সহীহ বুখারী, 6464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে কাজগুলি সঠিকভাবে, আন্তরিকভাবে এবং পরিমিতভাবে করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে একজন ব্যক্তির আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি হল সেগুলি যা নিয়মিত হয় যদিও তা কম হয়।

মুসলমানদের নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিক অর্থে কাজগুলো করছে, কারণ এই নির্দেশনা ব্যতীত কোনো কাজ করা একজনকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

পরবর্তীতে, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এগুলি সম্পাদন করবে, প্রদর্শনের মতো অন্য কোনও কারণে নয়। এই লোকদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত নিজেদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দিয়ে পরিমিতভাবে স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজ করা কারণ এটি প্রায়শই একজনকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। পরিবর্তে, তাদের তাদের সামর্থ্য এবং উপায় অনুযায়ী নিয়মিত কাজ করা উচিত যদিও এই ক্রিয়াগুলি আকার এবং সংখ্যায় সামান্যই হয় কারণ এটি একটি সময়ে একবার সম্পাদিত বড় ক্রিয়াগুলির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতর।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সৎ কাজগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সম্পাদন করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। অতএব, মুসলিমরা কেবল মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই সত্য উপলব্ধি অহংকারের মারাত্মক বৈশিষ্ট্য প্রতিরোধ করে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৬ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

ঈমান ব্যতীত সৎকর্মের পুরস্কৃত মহান আল্লাহ পাক দুনিয়ায় করেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 145:

"...আর যে এই দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমরা তাকে তা দিয়ে দেব ..."

কিন্তু পরকালে পুরস্কারের জন্য ঈমানের প্রয়োজন এবং তা ছাড়া কাজের কোনো মূল্য নেই। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 23:

" এবং আমরা তাদের কৃতকর্মের কাছে [অর্থাৎ] দেখব এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো করে দেব।"

এর কারণ এই যে, এই আমলগুলো ইসলামের বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত, যার স্পিরিট হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচার-আচরণ অনুসরণ করা। তার উপর হতে অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 65:

"...যদি তুমি আল্লাহর সাথে শরীক কর, তবে তোমার কাজ অবশ্যই মূল্যহীন হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

সঠিক নির্দেশনা

অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7 :

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

এই আয়াতের অর্থ হল কেউ যদি ইসলামকে সাহায্য করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের উভয় জগতেই সাহায্য করবেন। এটা আশ্চর্যজনক যে অগণিত মানুষ মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে এই আয়াতের প্রথম অংশটি পূরণ করে না। . বেশিরভাগ লোকেরা যে অজুহাত দেয় তা হল তাদের সৎ কাজ করার সময় নেই। তারা মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবুও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দেবে না। এটা কোনো কিছু হলো? যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে না এবং তাদের প্রয়োজনের মুহুর্তে মহান আল্লাহর সাহায্যের আশা করে তারা নিতান্তই মূর্খ। এবং যারা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করে তবুও তাদের অতিক্রম করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তারা যে সাহায্য পাবে তা সীমিত। একজন কিভাবে আচরণ করে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করা হয়। যত বেশি সময় এবং শক্তি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হবে, তারা তত বেশি সমর্থন পাবে। এটা সত্যিই যে সহজ।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে অধিকাংশ ফরয কর্তব্য, যেমন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, শুধুমাত্র একজনের দিনে অল্প সময় লাগে। একজন মুসলমান দিনে মাত্র এক ঘণ্টা ফরজ নামাজের জন্য উৎসর্গ করার আশা করতে পারে না এবং তারপর সারাদিনের জন্য মহান আল্লাহকে অবহেলা করে এবং এখনও সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর অবিরাম সমর্থন আশা করতে পারে না। একজন ব্যক্তি এমন একজন বন্ধুকে অপছন্দ করবে যে তাদের সাথে এমন আচরণ করে। তাহলে বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন আচরণ কিভাবে করা যায়?

কেউ কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিবেদন করে, যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে তা সমাধানের দাবি করে যেন তারা স্বেচ্ছায় সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন। এই মূর্খ মানসিকতা স্পষ্টতই মহান আল্লাহর দাসত্বের বিরোধিতা করে। এটা আশ্চর্যজনক যে এই ধরনের ব্যক্তি কীভাবে তাদের অন্যান্য অবসরের কাজগুলি করার জন্য সময় খুঁজে পান, যেমন পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, টিভি দেখা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা কিন্তু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্সর্গ করার জন্য কোন সময় খুঁজে পান না। তারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার এবং গ্রহণ করার সময় খুঁজে পায় না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও আমল করার সময় খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। এই লোকেরা কোনওভাবে তাদের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা ব্যয় করার জন্য সম্পদ খুঁজে পায় তবে স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করার মতো কোনও সম্পদ খুঁজে পায় না।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের সাথে তাদের আচরণ কেমন হবে সে অনুযায়ী আচরণ করা হবে। অর্থ, যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সময় উৎসর্গ করে, তাহলে তারা নিরাপদে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পাবে। কিন্তু যদি তারা

বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কোন সময় নিবেদন না করে শুধুমাত্র তা পালন করে, তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। সহজ করে বললে, কেউ যত বেশি দেবে তত বেশি পাবে। কেউ বেশি না দিলে বিনিময়ে বেশি আশা করা উচিত নয়।

উপরন্তু, যারা তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে তাদেরকে তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করার ক্ষমতা দেওয়া হবে যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার এবং আরও আশীর্বাদ পায়। বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং কোন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে

ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

ধৈর্যকে উৎসাহিত করে

লোকেরা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে পরীক্ষা এবং অসুবিধার মুখোমুখি হয় তবে বিশ্বাস এবং নিশ্চিততা তাদের সান্ত্বনা এবং সান্ত্বনা দেয়। বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করা একজনকে ধৈর্য অবলম্বন করতে সাহায্য করে যাতে তারা একটি অগণিত পুরস্কার পায়।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, অপছন্দের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা একটি মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ধৈর্য হল ঈমানের তিনটি দিক পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান: মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু ধৈর্যের চেয়ে উচ্চতর এবং অধিক ফলপ্রসূ স্তর হল সন্তুষ্টি। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন এবং তাই তারা তাদের নিজেদের চেয়ে তাঁর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম বোঝে যে, যা তাদের প্রভাবিত করেছে, যেমন একটি অসুবিধা, সমগ্র সৃষ্টি তাদের সাহায্য করলেও এড়ানো যেত না। একইভাবে যা তাদের মিস করেছে, তা তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এই সত্যকে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে, সে যে কিছু অর্জন করে তার জন্য উল্লাস ও গর্ববোধ করবে না, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিস বরাদ্দ করেছেন। অথবা তারা এমন কিছুর জন্য দুঃখ করবে না যা তারা আল্লাহকে জানতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সেই জিনিসটি বরাদ্দ করেননি এবং অস্তিত্বের কোন কিছুই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

"পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে তা একটি রেজিস্টার [1- এ থাকে যা] আমরা এটিকে সৃষ্টি করার আগে - প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর জন্য সহজ। যাতে আপনি নিরাশ না হন যা আপনাকে এড়িয়ে গেছে এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য [অহংকারে] আনন্দিত না হন..."

উপরন্তু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজাহ, 79 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন কিছু ঘটে তখন একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে এটি নির্ধারিত ছিল এবং কিছুই ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে না। এবং একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসে আফসোস করা উচিত নয় যে তারা যদি অন্যরকম আচরণ করে তবে তারা ফলাফলকে আটকাতে পারত কারণ এই মনোভাব শুধুমাত্র শয়তানকে তাদের অধৈর্যতা এবং ভাগ্য সম্পর্কে অভিযোগ করার জন্য উত্সাহিত করে।

একজন ধৈর্যশীল মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে, মহান আল্লাহ যা কিছু বেছে নিয়েছেন তা তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তারা এর পেছনের প্রজ্ঞা লক্ষ্য না করে। যে ধৈর্যশীল সে তাদের অবস্থার পরিবর্তন কামনা করে এবং এমনকি তার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু যা ঘটেছে সে সম্পর্কে তারা অভিযোগ করে না। অবিরত ধৈর্যশীল হওয়া একজন মুসলিমকে তৃপ্তির বৃহত্তর স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

যে সন্তুষ্ট সে জিনিস পরিবর্তন করতে চায় না কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর পছন্দ তাদের পছন্দের চেয়ে উত্তম। এই মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং সহীহ মুসলিম, 7500 নম্বরে পাওয়া হাদীসের উপর আমল করে। এটি পরামর্শ দেয় যে প্রতিটি পরিস্থিতিই বিশ্বাসীর জন্য সর্বোত্তম। যদি তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তবে তাদের ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে। এবং যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে তবে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যা আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

এটা জেনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা ধৈর্য দেখায় তবে তারা পুরস্কৃত হবে কিন্তু যদি তারা রাগান্বিত হয় তবে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। জামি আত তিরমিযী, 2396 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত হবে ধৈর্য্যশীল হওয়া বা আল্লাহর পছন্দ ও সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা, আরাম ও কষ্ট উভয় সময়েই। এটি একজনের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং উভয় জগতে অনেক আশীর্বাদ প্রদান করবে। যদিও, অধৈর্যতা শুধুমাত্র সেই পুরস্কারকে ধ্বংস করবে যা তারা পেতে পারত। যেভাবেই হোক একজন

মুসলিম মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে, তবে তারা পুরস্কার চায় কি না তা তাদের পছন্দ।

একজন মুসলিম কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের আচরণ অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সমান হয়। একজন সত্যিকারের বান্দা কীভাবে বিচারের জন্য প্রভু অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যেতে পারে এবং তারপর পছন্দ না হলে অসন্তুষ্ট হতে পারে। একটি বাস্তব সম্ভাবনা আছে যে যদি একজন ব্যক্তি যা চায় তা পায় তবে এটি তাদের ধ্বংস করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

একজন মুসলমানের ধারে-কাছে বসে মহান আল্লাহর ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থ, যখন ঐশী আদেশ তাদের ইচ্ছার সাথে মিলে যায় তখন তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যখন তা না হয় তখন তারা বিরক্ত হয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা মহান আল্লাহর চেয়ে ভালো জানে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের সাথে এমন আচরণ করা যেন তারা একজন দক্ষ বিশ্বস্ত ডাক্তারের সাথে আচরণ করে। একইভাবে একজন মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা নির্ধারিত তিক্ত ওষুধ খাওয়ার অভিযোগ করবে না জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম তা জেনে তাদের বিশ্বে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তা তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে মেনে নেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, একজন বিবেকবান ব্যক্তি তিক্ত ওষুধের জন্য ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাবে এবং একইভাবে একজন বুদ্ধিমান মুসলমান যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাবে।

এছাড়াও, একজন মুসলমানের উচিত পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করা, যেগুলি ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট মুসলমানকে প্রদত্ত পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে। এই বিষয়ে গভীর প্রতিফলন একজন মুসলিমকে অসুবিধার সম্মুখীন হলে অবিচল থাকতে অনুপ্রাণিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... অবশ্যই, রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 2402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে যারা ধৈর্য সহকারে দুনিয়াতে পরীক্ষা ও অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিল তারা যখন বিচার দিবসে তাদের পুরষ্কার পাবে যারা এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি তারা আশা করবে তারা ধৈর্য সহকারে এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কাঁচি দিয়ে তাদের চামড়া কেটে ফেলা হচ্ছে।

মহান আল্লাহ যে ব্যক্তিকে বেছে নেন তাতে ধৈর্য্য ও এমনকি সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাদের উচিত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা, যাতে করে তারা ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ স্তরে পৌঁছায়। সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব হল যখন একজন মুসলিম কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে ব্যক্তি এই স্তরে পৌঁছাবে সে কষ্ট ও পরীক্ষার যন্ত্রণা অনুভব করবে না কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর সচেতনতা ও ভালবাসায় নিমজ্জিত হবে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য অবলোকন করার সময় যে নারীরা নিজেদের হাত কাটার সময় ব্যথা অনুভব করেননি তাদের অবস্থাও এটির অনুরূপ। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 31:

"...এবং তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল এবং [যোসেফকে] বলল, "ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে এস।" এবং যখন তারা তাকে দেখেছিল, তখন তারা তাকে খুব প্রশংসা করেছিল এবং তাদের হাত কেটেছিল এবং বলেছিল, "নিখুঁত আল্লাহ! ইনি একজন মানুষ নন, এটি একজন মহান ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নয়।"

কোনো মুসলমান যদি ঈমানের এই উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে না পারে তবে তার উচিত অন্তত পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসে উল্লিখিত নিম্নস্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এটি সেই স্তর যেখানে একজন ক্রমাগত সচেতন থাকে যে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। একইভাবে একজন ব্যক্তি এমন কোনো কর্তৃত্বশীল ব্যক্তির সামনে অভিযোগ করবেন না যাকে তারা ভয় করে, যেমন একজন নিয়োগকর্তা, একজন মুসলিম যিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তিনি যে পছন্দগুলি করেন সে সম্পর্কে অভিযোগ করবেন না।

পদমর্যাদা বৃদ্ধি

অধ্যায় 58 আল মুজাদিলা, আয়াত 11:

"…আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন..."

মহান আল্লাহ তাদেরকে উত্থাপন করেন যারা উভয় জগতে তাদের বিশ্বাস ও জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করে। মহান আল্লাহর কাছে এবং তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা সবচেয়ে বড়।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলিম ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে, তারা যে কল্যাণ কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটাকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই প্রকৃত স্থায়ী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা

হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে ভাল মিথ্যা তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কতজন মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের কেবলমাত্র মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজ কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন ও আমল করার জন্য সংগ্রাম করবে।

শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য

সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমদের দুর্বলতা ও শোক দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর যদি মুসলমানরা তা অর্জন করতে চায় তাহলে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

কোন ভয় বা দুঃখ নেই

অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 48:

"...সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

এই আয়াতটি ধার্মিক কর্মের সাথে নিজের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসকে সমর্থন করার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে। একটি ছাড়া অন্যটি প্রকৃত সাফল্য এবং এই আয়াতে উল্লেখিত আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যাবে না। এটা একটা কারণ যে মুসলিম জাতি এমন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কারণ অনেকে তাদের ভাষায় ইসলাম ঘোষণা করে কিন্তু এর শিক্ষার উপর আমল করতে সংগ্রাম করে। এই মনোভাব তাদের ভয় ও শোক থেকে মুক্তি দেয় না এবং করবে না যা মিডিয়া এবং মুসলিম জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বেশ স্পষ্ট হয়। যারা উভয় দিক পূরণ করে তাদের একটি পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যা কোনওভাবেই গণনা করা হয়নি বা সীমাবদ্ধ করা হয়নি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তাদের পুরস্কার অকল্পনীয় হবে এবং এটি তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করবে। এই মুসলিমরা মহান আল্লাহকে ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করবে না এবং তাদের ভয় না করে উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা সফলভাবে কাটিয়ে উঠবে কারণ মহান আল্লাহ তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিয়েছেন। এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে তারা অসুবিধার সময় দুঃখের সম্মুখীন হবে না বরং এর অর্থ এই যে তাদের দুঃখ কখনই তাদের চরম দুঃখের দিকে ঠেলে দেবে না, যেমন শোক, যা প্রায়শই মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যেমন অধৈর্যতা। মহান আল্লাহ তাদের মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন যাতে তারা গর্বিত না হয়ে সুখ এবং দুঃখ অনুভব না করে দুঃখ অনুভব করে। এটি সহজ এবং অসুবিধা উভয় সময়ই সফলভাবে মোকাবেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উপদেশ থেকে উপকৃত হওয়া

অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 55:

" এবং স্মরণ করিয়ে দিন, কারণ প্রকৃতপক্ষে, অনুস্মারক মুমিনদের উপকার করে।"

বিশ্বাস একজন ব্যক্তিকে সত্যকে দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে এবং কথা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই সর্বদা তা অনুসরণ করতে পরিচালিত করে। এ কারণে তাদের উপদেশ গ্রহণ ও তার ওপর আমল করা থেকে কোনো বাধা নেই। যে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে না সে সহজেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। এই কারণেই মহান আল্লাহ আমাদের বলেন যে এটি কুফর যা একজন অমুসলিমকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনতে বাধা দেয়।

মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে, এই দিন এবং যুগে যারা ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার জন্য বিতর্কিত বলে বিবেচিত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং যারা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদের। যারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন চায় তারা সবসময় অন্যদের প্রতি সম্মান ও ভালো চরিত্র প্রদর্শন করবে বিশেষ করে যাদেরকে তারা তাদের কথার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করছে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করার জন্য কখনই অশ্লীল ভাষা বা কর্মের ফল দেয় না। তারা পরিবর্তে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করার জন্য ভুল ব্যাখ্যা বা মিথ্যা তথ্য না দিয়ে তারা যে বিষয়ে বিতর্ক করছেন তা

অধ্যয়ন এবং বোঝেন। তাদের সমালোচনা সর্বদা গঠনমূলক এবং সমাজের উন্নতির জন্য তাদের অকৃত্রিম ও আন্তরিক অভিপ্রায় তাদের আচরণ ও কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এরা এমন লোক যাদের প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ দেওয়া উচিত যদি তারা সঠিক হয় তবে এটি সবার জন্য সমাজকে উন্নত করবে। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হলে তারা সত্যকে মেনে নেবে যখন তা অন্যেরা তাদের কাছে পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু যারা এই সঠিক মনোভাবের বিপরীত আচরণ করে, তারা মিডিয়ায় বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না কেন, তাদের কেবল উপেক্ষা করা উচিত কারণ তারা মানুষের জীবনের উন্নতি করতে চায় না। তারা মনোযোগের জন্য ক্ষুধার্ত এবং অন্যদের কাছ থেকে কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য একটি শিশুর মতো কাজ করে। মুসলমানদের ভিডিও বা অন্যান্য বিষয়বস্তু প্রচার করা উচিত নয় যা এই ধরনের লোকেদের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে কারণ তারা সরাসরি তাদের হাতে খেলছে এবং তাদের মনোযোগ দিচ্ছে যা তারা খুব খারাপভাবে চায়। এই লোকদের সাথে বিতর্ক করা তাদের খারাপ উদ্দেশ্য এবং আচরণের কারণে সম্পূর্ণ সময়ের অপচয়। মুসলমানদের উচিত তাদের প্রচেষ্টাকে অন্য দরকারী জায়গায় রাখা যা তাদের এবং উভয় জগতের অন্যদের উপকার করে।

মহান আল্লাহর নিদর্শন থেকে উপকৃত হওয়া

অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 77:

"নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

একজন মুসলমানের জন্য একটি মূল সত্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, মানুষ এই প্রজ্ঞা অবিলম্বে পালন না করলেও বিজ্ঞ কারণ ছাড়া সৃষ্টির কিছুই ঘটে না। একজন মুসলিমের উচিত যা কিছু ঘটে, সেগুলি সহজে হোক বা অসুবিধার সময় হোক, বোতলের বার্তা হিসাবে। বোতলটির মূল্যায়ন এবং পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের খুব বেশি ধরা পড়া উচিত নয় কারণ এটি নিছক একটি বার্তাবাহক যা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করে। এটি তখন ঘটে যখন মুসলিমরা হয় ভালো জিনিসের উপর উল্লাস প্রকাশ করে যা ঘটে থাকে যার ফলে ভাল জিনিসের মধ্যে বার্তার প্রতি গাফিলতি হয়। অথবা তারা অসুবিধার সময় শোকাহত হয় যার ফলে অসুবিধার মধ্যে বার্তাটি বুঝতে খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের উপদেশ অনুসরণে মনোনিবেশ করা এবং ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিটি পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগ করা। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 23:

"যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে উল্লাসিত না হন..."

এই আয়াতটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হতে নিষেধ করে না কারণ এটি মানব প্রকৃতির একটি অংশ। কিন্তু এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যার মাধ্যমে কেউ চরম আবেগ এড়িয়ে চলে যেমন, উল্লাস যা অত্যধিক সুখ বা দুঃখ যা অত্যধিক দুঃখ। এই ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা একজনকে তাদের মনকে বোতলের অভ্যন্তরে আরও গুরুত্বপূর্ণ বার্তার উপর ফোকাস করার অনুমতি দেবে, পরিস্থিতির ভিতরে তা স্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধার পরিস্থিতি। লুকানো বার্তা মূল্যায়ন, বোঝা এবং কাজ করার মাধ্যমে একজন মুসলিম তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনকে আরও উন্নত করতে পারে। কখনও কখনও বার্তাটি তাদের সময় শেষ হওয়ার আগে মহান আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি জাগরণ কল হবে। কখনও কখনও এটি তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর একটি উপায় হবে। অন্য সময় তাদের পাপ মুছে ফেলার একটি উপায় এবং কখনও কখনও একটি অনুস্মারক যাতে নিজেকে সাময়িক বস্তুগত জগতে এবং এর মধ্যে থাকা জিনিসগুলির সাথে সংযুক্ত না করা হয়। এই মূল্যায়ন ব্যতীত একজন ব্যক্তি তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনের উন্নতি না করে নিছক ঘটনার মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে।

সন্দেহ দূর হয়

অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 15:

"মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারপর সন্দেহ করে না..."

সন্দেহ অনেক মুসলিমকে প্রভাবিত করে এবং তাদের ইসলামের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস বাস্তবায়িত করা সমস্ত সন্দেহ দূর করে। বিশ্বাস শয়তান এবং লোকেদের দ্বারা বসানো সন্দেহগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে।

সকল মুসলমানেরই ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমান ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ

একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণভাবে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

আন্তরিক অনুতাপকে উৎসাহিত করে

অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 8:

" হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা কর..."

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি এই লোকদের বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, ছোটখাট গুনাহগুলো নেক আমলের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায় যা অনেক হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিম, 550 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি উপদেশ দেয় যে পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ

এবং পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ মুছে ফেলবে। তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহ যতক্ষণ না বড় গুনাহ এড়ানো যায়।

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত ছোট-বড় সব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা এবং যদি সেগুলি ঘটে থাকে তবে মৃত্যুর সময় অজানা থাকায় অবিলম্বে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

বড় পাপের উপর অবিচলতা প্রতিরোধ করে

অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 31:

"তোমরা যদি বড় গুনাহগুলি থেকে বিরত থাকো যেগুলি থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের থেকে তোমাদের ছোট গুনাহ দূর করে দেব এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানজনক প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করাব।"

সুনানে আন নাসাই, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তি যখন ব্যভিচার, মদ পান, চুরি বা কাউকে হত্যা করে তখন সে বিশ্বাস করে না।

যে কেউ বড় পাপ করতে থাকে সে তা করে কারণ তারা তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়। এটি একজন মুসলিমকে এই পাপগুলি করার অনুমতি দেয় যদিও তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের দেখছেন। বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লজ্জা ও নম্রতার অনুভূতি, তাঁর প্রতি ভালবাসা, তাঁর প্রতিদানের আশা, তাঁর শাস্তির ভয় এবং একটি আলো তৈরি করে যা একজনকে বড় পাপের উপর অবিচল থাকতে বাধা দেয়।

মানুষের সাথে সুসম্পর্ককে উৎসাহিত করে

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর মানে এই নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে একজন মুসলমান তাদের ঈমান হারাবে। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলিম তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভালো চাওয়া তাদের ভালো জিনিস থেকে হারিয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলিম মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয় তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই অনুপ্রেরণা একজন মুসলিমকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেদের মূল্যায়ন করতেও অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা

দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন প্রকৃত মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলিমের এই আচরণ এড়ানো উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শের উপর কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা

বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ এটিই একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদিস রয়েছে, যা মানবজাতিকে উপদেশ দেয় যে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর বান্দা ও শেষ রসূল, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবেন। এরকম একটি উদাহরণ সহীহ বুখারী, 128 নম্বরে পাওয়া যায়।

এই হাদিসগুলোর তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করবে সে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে অথবা তারা তাদের পাপের পরিমাণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি সহীহ বুখারী, 7510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তাদের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ঘোষণা করতে হবে না বরং এর শর্ত ও বাধ্যবাধকতাও তাদের পালন করতে হবে। ঈমানের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে জান্নাতের চাবি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দরজা খোলার জন্য একটি চাবির দাঁত প্রয়োজন। জান্নাতের চাবিকাঠির দাঁত হল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এগুলো ছাড়া মানে, দাঁত ছাড়া চাবি জান্নাতের দরজা খুলবে না। এটা অনেক হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত যা নির্দেশ করে যে জান্নাতে প্রবেশের জন্য একজনকে ইসলামের শর্ত ও কর্তব্য পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 1397 নম্বর, ইঙ্গিত করে যে সাক্ষ্যকে অবশ্যই ইসলামের

স্তম্ভগুলির আকারে কর্ম দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যেমন ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সাক্ষ্যের প্রথম অংশটি হল, মহান আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এর অর্থ হল, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি মান্য করতে হবে এবং কখনই অবাধ্য হবে না। যখন কেউ মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাদের এমন কিছু মান্য করা উচিত নয় যা তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহই তাদের মালিক এবং তারা কেবল তাঁর দাস। কিন্তু যে মুহূর্তে কেউ এমন কিছু মান্য করে যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, তখন তারা তাঁর একত্বের উপর তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করেছে যা আল জাথিয়াহ, 23 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের সতর্ক করেছে যে যে ব্যক্তি পাপ করে সে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের উপাসনা করে যেমন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে তার আনুগত্য করেছে। অধ্যায় 36 ইয়াসিন, আয়াত 60:

"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত না করার নির্দেশ দেইনি - [কারণ] সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

যে মুসলিমরা তাদের আকাঙ্ক্ষা, অন্যের ইচ্ছা এবং শয়তানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে মান্য করে, তারা সত্যই মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই মুসলমানদের উভয় জগতে মহান আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এই মুসলিমরা কার্যত ইসলামের সাক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে কারণ তারা তাদের মৌখিক এবং অভ্যন্তরীণ দাবিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে আন্তরিক পদক্ষেপের সাথে সমর্থন করেছে। যখন কেউ তার রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাজ করে তখন তারা সাক্ষ্যের দ্বিতীয় দিকটি পূরণ করে, যথা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও চূড়ান্ত রাসূল। এই মুসলিমদেরই উল্লেখ করা হয়েছে সহীহ বুখারি, 128 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে ইসলাম ঘোষণা করে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তা গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম কিন্তু মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তাদের সত্যিকারের আন্তরিক বিশ্বাস তাদের গুনাহ অনুসারে হ্রাস পায়।

সাক্ষ্যের উপর সত্যিকারের আমল করার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন। এটি পরামর্শ দেয় যে এটি একজন ব্যক্তির ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি তখনই হয় যখন একজন মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তিনি যা ঘৃণা করেন তা পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। যেহেতু এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, সুনানে ইবনে মাজাহ, 2333 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মুসলমানদেরকে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ইসলামি শিক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাকে ঘৃণা করা এবং অপছন্দ করা একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার অনুসরণ এবং মহান আল্লাহর উপর তাদের আনুগত্য করার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই মনোভাব মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসকে কমিয়ে দেয়। নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই মানসিকতা গ্রহণ করা ইসলামের সাক্ষ্যের সত্য বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন, অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, সে প্রান্তে তাঁর ইবাদত করে। অর্থ, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হয় তখন তারা খুশি হয় কিন্তু যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা ক্রোধে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

সহিহ বুখারিতে পাওয়া একটি হাদিস, 6502 নম্বর, মুসলমানদেরকে কীভাবে সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং ঈমানের সাক্ষ্যের উপর কাজ করতে হবে, যা পরবর্তী পৃথিবীতে জাহান্নামের আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি হল প্রথমে তাদের সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচারগুলি পূরণ করার সাথে সাথে সঠিকভাবে বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করা। অতঃপর স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এর সাথে যোগ করতে হবে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দিকে পরিচালিত করে এবং মহান আল্লাহকে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষমতায়িত করে যাতে তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য করে। এই সত্য ও আন্তরিক আনুগত্যই ঈমানের সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা। এটি সেই সুস্থ হৃদয় যার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ও জড় জগতের ভালবাসা মুক্ত। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান পাপ করা থেকে মুক্ত হয়ে যায় তবে এর অর্থ হল তারা তাদের থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় যখন তারা খুব কমই পাপ করে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য ইসলামের সাক্ষ্য শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও মৌখিকভাবে ঘোষণা করা অত্যাবশ্যক নয় বরং তাদের অবশ্যই তাদের কর্মে তা দেখাতে হবে কারণ এটিই এই পৃথিবীতে প্রকৃত সফলতা অর্জনের এবং পরের পৃথিবীতে শাস্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচার উপায়। .

জান্নাত লাভ করা

অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 72:

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাগানের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং চিরস্থায়ী বাসস্থানের বাগানে মনোরম বাসস্থানের..."

এটা মনে রাখা জরুরী, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ জ্ঞান, অনুপ্রেরণা, শক্তি এবং আমল করার সুযোগের মাধ্যমে একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতে সম্ভব। এই বোধগম্যতা একজনকে অহংকার গ্রহণ করতে বাধা দেয় যা এড়াতে অত্যাবশ্যক কারণ একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি পরমাণুর মূল্যের অহংকার প্রয়োজন। সহীহ মুসলিমের ২৬৭ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর এই রহমত, সৎকর্মের আকারে বাস্তবে একটি আলো যা তারা যদি পরকালে একটি পথনির্দেশক আলো পেতে চায় তবে তাকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে সংগ্রহ করতে হবে। একজন মুসলমান যদি গাফিলতিতে জীবনযাপন করে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে

ভাগ্যের মোকাবিলা করে দুনিয়াতে এই নূর সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে আখেরাতে তারা এই পথনির্দেশক আলো পাওয়ার আশা করবে কিভাবে?

সকল মুসলমানই আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাদের সাথে জান্নাতে বাস করতে চায়, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র কর্ম ছাড়াই এই কামনা করলে তা বাস্তবে পরিণত হবে না অন্যথায় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের উপর সন্তুষ্ট হতেন। সহজ কথায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার জন্য যত বেশি চেষ্টা করা হবে, আখেরাতে তারা ততই তাঁর নিকটবর্তী হবে।

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল শারীরিকভাবে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করা, যা সহীহ বুখারি, 7436 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মুসলমান যদি এই অকল্পনীয় নিয়ামত পেতে চায় তবে তাদের অবশ্যই একটি হাদিসে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠত্বের স্তর অর্জনের জন্য কার্যত চেষ্টা করতে হবে। সহীহ মুসলিম, 99 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি হল যখন একজন ব্যক্তি কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা তাদের উপেক্ষা করে মহান আল্লাহকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি একজনের অবিচল ও আন্তরিক আনুগত্য নিশ্চিত করে। আশা করা যায় যে, যে ঈমানের এই স্তরের জন্য চেষ্টা করবে সে পরকালে মহান আল্লাহকে শারীরিকভাবে পালন করার বরকত পাবে।

ঈমান হল প্রকৃত মুমিনের আশ্রয়

একজন মুসলমান আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, ভয়, নিরাপত্তা, আনুগত্য ও অবাধ্যতার মতো সকল পরিস্থিতিতে তাদের বিশ্বাসের আশ্রয় নেয়।

আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মহান আল্লাহর প্রশংসা করে, বাস্তবিকভাবে তাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে। এটি উভয় জগতে একটি মহান পুরস্কার এবং আরও আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করে।

দুর্দশার সময়ে একজন বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবে পরিণত করে যে ধৈর্যশীলদের দেওয়া অগণিত পুরস্কারে সান্ত্বনা এবং সমর্থন গ্রহণ করে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... প্রকৃতপক্ষে, রোগীদের হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

ভয়ের সময় একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে, যা তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 173:

"যাদেরকে লোকেরা [অর্থাৎ মুনাফিকরা] বলেছিল, "নিশ্চয়ই, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় কর।" কিন্তু এটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে..."

নিরাপত্তার সময়ে একজন বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে যা তাদের অহংকারী হতে বাধা দেয়। পরিবর্তে তারা নিজেদেরকে নম্র করে জেনেছে যে, সমস্ত ভালো মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আসে না।

আনুগত্যের সময় একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মহান আল্লাহর অনুগ্রহ, অনুপ্রেরণা, শক্তি, সুযোগ এবং তাদের সৎকর্মের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে। এটি অহংকার প্রতিরোধ করে একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের আমলের কবুলের জন্য অনুরোধ করে যে, সৎ কাজের মূল্য তখনই থাকে যখন মহান আল্লাহ তা কবুল করেন।

অবাধ্যতার সময় বিশ্বাসী আন্তরিক অনুতাপের দিকে ধাবিত হয়ে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে এবং তারা বিচারে তাদের ত্রুটি পূরণের জন্য আরও সৎ কাজ করে।

অতএব, সত্যিকারের বিশ্বাসীরা যারা তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করে তারা সর্বদা তাদের বিশ্বাসে ফিরে আসে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালায়, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

উপসংহার

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে রয়েছে এবং তাই তাদের বাস্তবিকভাবে এটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো অন্তর পবিত্র হয় তখন তার শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তার কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু কারো হৃদয় কলুষিত হলে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কাজ হবে কলুষিত ও ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনো বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটিও একইভাবে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে বিচার দিবসে উপনীত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যদিও তাদের বিশ্বাস থাকে। তাদের হৃদয়

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe